بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৩ নভেম্বর, ২০২৩ মোতাবেক ০৩ নবুয়্যত, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোল্লিখিত আয়াত পাঠ করেন,

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

অর্থাৎ, তোমরা মোটেই নেকী বা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা সেসব বস্তু হতে ব্যয় করো যেগুলো তোমরা ভালোবাসো। আর তোমরা যা-ই ব্যয় করো নিশ্চয় আল্লাহ্ তা খুব ভালোভাবে জানেন। **(সূরা আলে ইমরান: ৯৩)**

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্ট করেছেন যে, পুণ্যের উন্নত মান তখনই লাভ হতে পারে যখন তোমরা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার পথে তা ব্যয় করবে যা তোমরা ভালোবাসো। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

তোমরা প্রকৃত নেকী বা পুণ্য, যা মুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে, কখনোই লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা খোদা তা'লার পথে সেই সম্পদ এবং সেসব বস্তু ব্যয় করবে যেগুলো তোমাদের প্রিয়।

অপর এক স্থানে তিনি বলেন,

সম্পদের প্রতি ভালোবাসা চাই না। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ **(সূরা আলে ইমরান: ৯৩)** অর্থাৎ, তোমরা মোটেই নেকী বা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা সেসব বস্তু হতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করবে যেগুলোকে তোমরা ভালোবাসো। তিনি বলেন, অপ্রয়োজনীয় ও তুচ্ছ বস্তুসমূহ ব্যয় করে কোনো ব্যক্তি নেকী বা পুণ্য করার দাবি করতে পারে না। পুণ্যের দ্বার সংকীর্ণ। অতএব এই বিষয়টি মনমস্তিষ্কে গেঁথে নাও যে, অপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ ব্যয় করে কেউ তাতে অর্থাৎ সেই নেকী বা পুণ্যের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ। যতক্ষণ সবচেয়ে পছন্দের ও প্রিয়তর বস্তুসমূহ ব্যয় না করবে ততক্ষণ প্রিয় ও প্রেমাস্পদ হওয়ার মর্যাদা লাভ হতে পারে না। যদি কষ্ট বরণ করতে না চাও আর প্রকৃত নেকী বা পুণ্য অবলম্বন করতে না চাও তাহলে কীভাবে সফল এবং বিজয়ী হতে পারো! তিনি বলেন, সাহাবীগণ কি বিনামূল্যেই সেই মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন যা তাদের লাভ হয়েছে? জাগতিক খেতাব লাভের জন্য কতটা ব্যয় এবং কষ্ট বরণ করে নিতে হয়! তবে গিয়ে কোনো সামান্য খেতাব, যা দ্বারা আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি-ও লাভ হয় না, তা পাওয়া যায়। [অর্থাৎ এমন খেতাব লাভ হয় যা দ্বারা আবশ্যক নয় যে, তাতে আন্তরিক শান্তিও লাভ হবে, কিন্তু (তা সত্ত্বেও) মানুষ তার জন্য পরিশ্রম করে।] তাহলে চিন্তা করে দেখ যে, **'রাযি আল্লাহু আনহুম'**- খেতাব, যা হৃদয়ের স্বস্তি, মনের প্রশান্তি এবং দয়ালু খোদার সন্তুষ্টির চিহ্ন, তা কি এমনি এমনি খুব সহজেই সাহাবীদের লাভ হয়েছে? মূল কথা হলো, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি যা

প্রকৃত আনন্দের কারণ তা ততক্ষণ লাভ হতে পারে না যতক্ষণ সাময়িক কষ্ট বরণ না করা হবে। খোদাকে প্রতারিত করা যায় না। তারা সৌভাগ্যবান যারা খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্টের পরোয়া করে না, কেননা চির আনন্দ এবং স্থায়ী সুখের জ্যোতি সেই সাময়িক কষ্টের পর এক মু'মিনের লাভ হয়।

অতএব এটি হলো সম্পদ ব্যয় করার সেই প্রজ্ঞা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে চান। আর এটি জামা'তের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ, প্রত্যেক আহমদীর প্রতি অনুগ্রহ যে এই বিষয়টি অনুধাবন করেছে এবং নিজের সম্পদ ধর্মের পথে ব্যয় করার জন্য উপস্থাপন করেছে। নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও জামা'তের সদস্যদের একটি বড় সংখ্যা নিজ সম্পদ ধর্মীয় প্রয়োজনে উপস্থাপন করে থাকে। এমন হাজার হাজার উদাহরণ রয়েছে যারা নিজেদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে ধর্মীয় প্রয়োজনের খাতিরে নিজেদের কুরবানী উপস্থাপন করে। আজকাল আমরা দেখি যে, পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা সার্বিকভাবে মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে চলেছে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এমনিতে তো উন্নত দেশগুলোরও এখন আর সেই অবস্থা নেই যেখানে তাদের সর্বক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য ছিল। এছাড়া এখন পৃথিবীতে যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে আর ইউরোপেও ইউক্রেন ও রাশিয়ার যে যুদ্ধ হচ্ছে তা ইউরোপের অবস্থাও বেশ শোচনীয় করে দিয়েছে। যাহোক উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে এর প্রভাব বেশি পড়েছে। সেইসাথে এসব দেশের রাজনীতিবিদদের দুর্নীতিও তাদের অবস্থা আরো খারাপ করেছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও আহমদীরা নিজেদের আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সম্মুখেই এগিয়ে চলেছে। এক জগৎপূজারীর দৃষ্টিতে এটি এমন এক বিষয় যা বোঝা খুবই কঠিন। কিন্তু যাদের ঈমান দৃঢ় তারা জানে যে, এসব কুরবানী এজন্য করা হয় কেননা এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ হয়।

যেমনটি আপনারা জানেন যে, নভেম্বর মাসের প্রথম খুতবায় তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা করা হয়। অতএব তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষিতেই কিছু ঘটনা (আজ) আমি উপস্থাপন করব।

লাহোর জেলার লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবা আমাকে লিখেছেন যে, একটি সভায় আমাকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বলা হয়। মধ্যম আয়ের মধ্যবিত্ত লোকদের সভা ছিল এটি। তিনি বলেন, আমি কিছুটা লজ্জা পাচ্ছিলাম এবং দ্বিধান্বিতও ছিলাম যে, আমি তাদের কী দৃষ্টি আকর্ষণ করব! তারা তো পূর্ব থেকেই অনেক কুরবানী করছে। কিন্তু যাহোক, আমাকে যেহেতু বলা হয়েছিল তাই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়েছে। তিনি বলেন, আমার আশ্চর্যের কোনো সীমা ছিল না যখন আমি দেখি যে, কীভাবে উৎসাহের সাথে নারীরা নিজেদের কুরবানী উপস্থাপন করেছে! তিনি বলেন, তখন আমি এ কারণে লজ্জিত হই যে, স্বল্প আয়ের লোকেরা এভাবে কুরবানী করছে যার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। এমনকি অনেক ধনীরাও চিন্তা করতে পারে না। নগদ অর্থ ও অলংকারের আকারে কয়েক লক্ষ রুপি (সেখানে) দান করা হয়। অনুরূপভাবে ওকীলুল মাল আউয়াল-এর রিপোর্ট রয়েছে, কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে সেসব নারীর একটি দীর্ঘ তালিকা দেয়া হয়েছে যারা নিজেদের অলংকার কুরবানী করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা প্রদান করেছিলেন আর তখন যেসব দাবি উপস্থাপন করেছিলেন সেগুলোর মধ্য থেকে একটি ছিল নারীদের কুরবানী সংক্রান্ত যে, (তারা) যেন অলংকার না বানায় অথবা কম বানায় আর কুরবানী করে। আমি মনে করি, পূর্বে বানানো অলংকার কুরবানী করা, অর্থাৎ

পূর্ব থেকেই যা রয়েছে তা কুরবানী করা নতুন অলংকার না বানানোর চেয়ে বড় কুরবানী। যে জিনিস সম্মুখে রয়েছে সেটি দেয়া অনেক কঠিন কাজ।

অতএব আহমদী নারীরা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর আহ্বানে তখনও এরূপ কুরবানী করেছে আর আজও করছে। কেবল এক দেশে নয়, বরং এসব পশ্চিমা দেশসমূহেও এমন সব নারীরা রয়েছে যারা নিজেদের অলংকার দান করে থাকে, বরং সমস্ত অলংকার চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয়। এরপর আবার নতুন করে বানায়। তাতেও প্রশান্তি আসে না। পুনরায় তা চাঁদা হিসেবে দান করে দেয়, কেননা যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, তারা স্থায়ী এবং চিরন্তন সুখ লাভ করতে চায় যা কুরবানী করা ছাড়া লাভ হয় না।

এছাড়া দরিদ্ররা রয়েছে যারা নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকে চাঁদা প্রদান করে আর অনেকে এমন আছে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্রই এর প্রতিদান দিয়ে থাকেন এবং তাদেরকে এই চাঁদার চেয়ে অধিক হারে বাড়িয়ে এরূপভাবে দান করেন যে, তারা নিজেরাও অবাক হয়ে যায়। এমন কতিপয় ব্যক্তির ঘটনাবলি আমি বর্ণনা করব। কিন্তু পাশাপাশি সেই সমস্ত ধনী ব্যক্তিদেরও বলব যে, তারাও যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেদের কুরবানীর মানকে উন্নত করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর এক খুতবায় বলেছিলেন, দরিদ্রদের মাঝে এমনও রয়েছে যদি তাদের দৈনিক আয়কে ভিত্তি হিসেবে ধরে সে অনুযায়ী চাঁদার হিসাব করা হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় তারা নিজেদের মাসিক আয়ের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ চাঁদা প্রদান করে, কিন্তু ধনীরা কেবলমাত্র (আয়ের) দেড় শতাংশ চাঁদা দিয়ে থাকে। বরং দরিদ্রদের মাঝে এখন এমনও রয়েছে যারা আয়ের শতভাগ দিয়ে দেয় আর ধনীরা হয়ত এক শতাংশ দিয়ে থাকে। এক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই দরিদ্রদের শতভাগ অর্থ ধনীদের সর্বমোট অর্থের তুলনায় অনেক কম হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের কুরবানীর মান অনেক উন্নত। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্বচ্ছল লোকদেরও আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। স্মরণ রাখবেন! আল্লাহ্ তা'লা কখনো ঋণী থাকেন না যেভাবে অন্য স্থানে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, তিনি সাতশ গুণ বা এর চেয়েও অধিক বাড়িয়ে প্রদান করেন। যাহোক যেমনটি আমি বলেছি, আমি কুরবানীকারীদের কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি যেখানে তাদের কুরবানী এবং ঈমানী প্রেরণার বিষয়টি পরিলক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাও তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টিপটে আসে।

গিনি বাসাও আফ্রিকার একটি দেশ। সেখানকার মাহমুদ সাহেব মোটর সাইকেল মেকানিক। মিশনারি সাহেব তাকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার কথা বলেন। তিনি তার পকেটে যত অর্থ ছিল পুরোটা বের করে (চাঁদা) প্রদান করেন যা ১০ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা হয়েছিল। ঠিক সেই সময় তার স্ত্রী ঘর থেকে আসেন এবং বাসায় খাবার রান্নার কাজের খরচ চান। মাহমুদ সাহেব সমস্ত অর্থ তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়ার নিয়ত করেছিলেন এবং পুরোটা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন আর স্ত্রীকে বলেন, ধৈর্য্য ধর। এটি শুনে স্ত্রী ফেরত চলে যায়। মাহমুদ জারগা সাহেব বলেন, তিনি এ দুশ্চিন্তাই করছিলেন যে, স্ত্রীকে কীভাবে খরচ দিবেন! ঠিক তখনই সরকারি এক অফিস থেকে ফোন আসে যে, আপনি অফিসে আসুন। যখন তিনি সেখানে পৌঁছেন তখন অফিসার বলেন, আপনি গত বছর আমাদের মোটর সাইকেল মেরামত করেছিলেন যার অর্থ আমরা আপনাকে পরিশোধ করি নি। আর এরপর তাকে এক লক্ষ নব্বই হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা'র চেক প্রদান করেন। চেক পেয়ে মাহমুদ সাহেব তৎক্ষণাৎ নিজ বাসায় যান এবং তার পুত্রবধূ ও অন্যান্য সদস্যদের ডেকে বলেন, আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার

কল্যাণ দেখ! যে অর্থ পাওয়ার কোনো আশা আমার ছিল না তা আমার প্রভু আমাকে পাইয়ে দিয়েছেন।

ফিজির মুবাল্লেগ লিখেছেন, নান্দির এক বন্ধু আশফাক সাহেব বলেন, তিনি সফরের সময় আমার বিগত বছরের তাহরীকে জাদীদের খুতবা আর যে ঘটনাবলি আমি বর্ণনা করেছিলাম তা শুনছিলেন। তিনি বলেন, আমার উপর সেই ঘটনাবলির গভীর প্রভাব পড়ে আর আমি সেই সফরে থাকা অবস্থায় গাড়ি চালাতে চালাতে সেক্রেটারি তাহরীকে জাদীদকে ফোন করি যে, আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দ্বিগুণ করে দিন। এরপরের ঘটনা হলো, তিনি ব্যবসা করতেন; ব্যবসার বার্ষিক আর্থিক রিপোর্ট প্রস্তুত হলে এ বছর তার দ্বিগুণ লাভ হয়। অতঃপর তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস হলো, এই দ্বিগুণ লাভ আমার পরিশ্রম এবং চেষ্টার ফলে হয় নি, বরং কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই চাঁদাকে দ্বিগুণ করার কারণে অর্জিত হয়েছে।

মস্কোর মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, কিরগিজস্তানের অধিবাসী রুসলান পিকিনিউ সাহেব বিগত ১৪ বছর যাবত মস্কোর বাসিন্দা। তিনি (মুবাল্লেগ সাহেব) বলেন, পূর্বেও তিনি আর্থিক কুরবানী করার ক্ষেত্রে মনোযোগী ছিলেন। প্রায় এক বছর পূর্বে তিনি যখন আমার আর্থিক কুরবানী করা সংক্রান্ত খুতবা শুনেন তখন তিনি বলেন, এ খুতবা শুনে আমার অনেক ভালো লেগেছে। অতঃপর তিনি বলেন, আমিও সেসকল কুরবানীকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই আর (এভাবে) তিনি নিয়মিতভাবে প্রতিদিনের আয়ের দশ শতাংশ চাঁদার খাতে প্রেরণ করা শুরু করেন, কিছু সদকা হিসেবে আর বাকি চাঁদা হিসেবে। তিনি বলেন যে, তিনি গত এক বছর যাবত এ পন্থাই অবলম্বন করে আসছেন। মুবাল্লেগ সাহেবের যখন অন্যত্র বদলি হয়ে যায় তখন সেই রুশ কিরগিজস্তানি ভদ্রলোকের প্রথম প্রশ্ন এটি ছিল যে, আমি কী এখনো পূর্বের ন্যায় চাঁদা আদায় করা অব্যাহত রাখতে পারব? অতএব চাঁদা প্রদানের জন্য এই ব্যাকুলতা হচ্ছে সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা মসীহ্ মওউদ (আ.) মানুষের মাঝে সৃষ্টি করেছেন।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, সেখানকার এক জামা'তের একজন ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সানী সাহেব। তিনি যে কোম্পানিতে চাকরি করছিলেন সেটি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে কোম্পানির মালিক বলে দেন, সমস্ত কর্মচারীদের বেতন কর্তন করা হবে। এটি শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পান। সেটি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ের শেষ মাস ছিল। মোয়াল্লেম সাহেব যখন তার সাথে যোগাযোগ করেন তখন তিনি তার সমস্যা সংক্রান্ত কোনো কথাই প্রকাশ করেন নি যে, কী সমস্যায় আছেন। বরং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে তিনি নিজ ওয়াদা পূর্ণ করেন। তিনি বলেন, পরদিনই তার মালিকের ফোন আসে যে, তার বেতন কাটা হবে না। অথচ তার অন্যান্য সহকর্মীদের বেতন কাটা হয়, কিন্তু তার বেতন সম্পূর্ণই দেয়া হয়। তিনিও বলেন, আমি তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদানের কারণে এমনটা হয়েছে।

মালাভি একটি দেশ রয়েছে। সেখানকার মাগুচি জেলার অধিবাসী একজন পুণ্যবতী মহিলা চাষাবাদের কাজ করেন আর এটি দিয়েই তার জীবিকা নির্বাহ হয়। তিনি তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা লেখান, কিন্তু আদায় করতে পারেন নি। বছরের সমাপ্তিতে যখন স্মরণ করানো হয় যে, যদি কারো ওয়াদা অনুযায়ী চাঁদা অসম্পূর্ণ থাকে তবে তা আদায় করুন। তিনি বলেন, তিনি কাজ পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন আর কাজ যেন পেয়ে যান এজন্য দোয়াও করেছেন যেন তিনি তার আয় থেকে ওয়াদা পূর্ণ করতে পারেন। অনেক

চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরও তিনি কাজের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। একদিন তিনি মসজিদে আসরের নামায পড়ে যখন ঘরে পৌঁছেন তখন এ সংবাদ পান যে, তার নাতি তাকে পঁয়তাল্লিশ হাজার কুয়াচে (স্থানীয় মুদ্রা) উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে। সুতরাং তার আনন্দের সীমা রইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ মোয়াল্লেম সাহেবের কাছে গিয়ে তার ওয়াদা পূর্ণ করেন আর বারংবার তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলেন যে, তিনি তার ওয়াদা পূর্ণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। দেখুন! দরিদ্ররাও ব্যাকুলতার সাথে চাঁদা আদায় করে থাকে।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব বলেন, শিয়াংগা নামক একটি জামা'ত রয়েছে; সেখানকার একজন ভদ্রমহিলা মরিয়ম সাহেবা বলেন, মোয়াল্লেম সাহেব আমাকে ফোন করে তাহরীকে জাদীদের বকেয়া চাঁদার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, ঘরের ব্যয় নির্বাহের জন্য সে সময় আমার নিকট কেবলমাত্র দশ হাজার শিলিং ছিল; তা আমি চাঁদা হিসেবে প্রদান করি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা এমনটি করলেন যে, সেদিনই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এক লাখ শিলিং প্রতিদানস্বরূপ দেন আর তিনি বলেন, এ সবকিছু চাঁদার কল্যাণে হয়েছে।

গিনি বাসাওয়ের একজন নও-মুবাঈ উসমান সাহেব। তিনি বহু আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। যে ব্যবসাই করতেন সফল হতেন না। এই দুশ্চিন্তা নিয়ে তিনি রাতে ঘুমাতে গেলেন। আর তিনি বলেন, তখন আমার কাছে একটি আওয়াজ আসে যে, 'উসমান, তুমি তোমার চাঁদা যথাসময়ে আদায় করো।' সকাল হতেই উসমান সাহেব মুবাল্লেগ সাহেবের কাছে আসেন আর নিজের স্বপ্নের উল্লেখ করেন। তখন মিশনারি সাহেব তাহরীকে জাদীদ এবং আরো বিভিন্ন চাঁদা সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তখন উসমান সাহেব কালবিলম্ব না করেই তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করেন এবং নিজের সব চাঁদার একটি তালিকা তৈরি করে নিয়মিত চাঁদা প্রদান করাও আরম্ভ করে দেন। তিনি বলেন, যখন থেকে তিনি তার সব চাঁদা নিয়মিত প্রদান করা আরম্ভ করেন তখন থেকে আল্লাহ্ তা'লা তার সকল ব্যাবসাবাণিজ্যে বরকত দেন এবং তার পারিবারিক সকল দুশ্চিন্তাও দূর হয়ে যায়। এখন তার এটাতে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, এ সবকিছু তাহরীকে জাদীদ এবং বাকি সকল চাঁদা আদায় করার কল্যাণেই হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই মানুষজনকে এবং নও-মুবাঈদেরকেও স্মরণ করিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার তো এসবের কোনো প্রয়োজন নেই, বরং তিনি স্বীয় দানে ধন্য করার জন্য এমনটি করেন।

অস্ট্রেলিয়ার একজন মুরব্বী কামরান সাহেব। তিনি বলেন, একজন সদস্য প্রায় ১০ বছর ধরে চাঁদা দেন নি। আমি তখন তার সাথে বসলাম আর তাকে আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে অবহিত করলাম, এরপর সেই সদস্য চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করেন। আর একই সাথে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদাও পরিশোধ করে দেন। তিনি বলেন, কিছু দিন যেতেই তার ফোন আসে আর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার কর্মক্ষেত্রে আমার পদোন্নতি হয়েছে যার কোনো কল্পনাও আমি করি নি। এটি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় কুরবানীর কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে। যে দশ বছর ধরে চাঁদা প্রদানের প্রতি অলস ছিল সে এখন বলছে, আমি আর কখনোই চাঁদা প্রদানের প্রতি আলস্য প্রদর্শন করব না।

গাম্বিয়ার একটি গ্রামের নাম হলো নিয়ামিনাহ। স্থানীয় উসমান নামের একজন বলছেন যে, সেক্রেটারি তাহরীকে জাদীদ তার গ্রামে যান এবং চাঁদার আহ্বান করে বলেন, এটি শুধু আর্থিক কোনো তাহরীক নয়, বরং এর একটি উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং তবলীগ করা। আপনারা যারা তাহরীকে জাদীদে অংশ নেন তারা শুধু এটি মনে করবেন না যে, চাঁদা

দিয়ে দিলাম আর দারিদ্রতাও শেষ হয়ে গেল! চাঁদা তো দিয়ে দিয়েছেন, এখন নিজেদের জ্ঞানও বাড়ানো উচিত এবং তবলীগের মাঠেও অগ্রসর হতে হবে। সম্প্রতি খোদ্দাম ও আনসারদের কাছ থেকে আমি যে অঙ্গীকার নিয়েছি সেটিকে সামনে রাখুন– তবলীগের ময়দানেও আমাদের অগ্রসর হতে হবে। শুধু আর্থিক কুরবানী করেই এটা মনে করবেন না যে, আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে ফেলেছি। তাহরীকে জাদীদের একটি উদ্দেশ্য ছিল তবলীগ করা আর এটিই হলো সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য যার কারণে এটি শুরু করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি এ থেকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হই আর আমি শুধু এই সিদ্ধান্তই নেই নি যে, আমি বয়আত করে আহমদী হব; [অর্থাৎ তিনি তখনও বয়আত করেন নি, যখন তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারেন তখন বয়আত করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত নেন] আর সেই সাথে ১৫০ ডেলাসি দেওয়ার ওয়াদা করেন এবং আদায়ও করেন। তিনি বলেন, তিনি চাঁদা আদায়ের পর থেকে নিজের ভিতরে এক ধরনের পবিত্র পরিবর্তন অনুভব করেন এবং তিনি অআহমদীদের মাঝে ইসলাম-আহমদীয়াতের তবলীগ করছেন এবং রীতিমতো চাঁদায়ে আমও আদায় করছেন।

গাম্বিয়া থেকে এক ভদ্রমহিলা লিখছেন যে, যখন থেকে আমি চাঁদা প্রদান করা শুরু করেছি আমি আমার মাঝে আর আমার সন্তানদের মাঝে এক ধরনের বিপ্লব অনুভব করছি আর আমি দেখেছি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সব ধরনের প্রয়োজন পূরণ করছেন। আল্লাহ্ তা'লার জন্য তাঁর রাস্তায় কুরবানী আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়।

গিনি কোনাক্রি আফ্রিকার একটি দেশ। সেখানকার স্থানীয় মিশনারি কামারা সাহেব বলেন, একটি গ্রামে যেখানে তিনি কর্মরত আছেন সেখানকার একটি গ্রামে চাঁদা আদায়ের জন্য সফর করছিলাম। একজন নও-মুবাঈ ইমামের স্ত্রীর নিকট চাঁদার আহ্বান জানালে সেই ভদ্রমহিলা পাঁচ হাজার গিনি বের করে আকাশপানে হাত তুলে বলেন, হে আল্লাহ্! আমার কাছে কেবল এতটুকু অর্থই আছে যা আমি তোমার রাস্তায় দিয়ে দিচ্ছি। তুমি একে কবুল করো। তিনি সে পরিমাণ অর্থ চাঁদা দিয়ে দেন। তিনি একজন নও-মুবাঈয়া এবং আফ্রিকার গণ্ডগ্রামের অধিবাসিনী। স্থানীয় মিশনারি সাহেব বলেন, আমি গ্রাম সফর করে যখন ফেরত আসি তখন সেই ভদ্রমহিলা যিনি পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক গিনি চাঁদা দিয়েছিলেন, অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলতে থাকেন, আমি আল্লাহ্‌র সাথে আজ যে বাণিজ্য করেছি তাতে অনেক লাভ হয়েছে! তিনি বলেন, আপনার যাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা আমার এক আত্মীয়ের মাধ্যমে আমাকে আশি হাজার ফ্রাঙ্ক প্রেরণ করেন যা আমার কুরবানীর তুলনায় কয়েক গুণ বেশি।

গিনি কোনাক্রি থেকেই স্থানীয় মিশনারি জালু সাহেব বলেন, তাহরীকে জাদীদের আশারা পালনের সময় কুনতায়া নামক গ্রামে মোয়াল্লেম সাহেব পৌঁছালে একজন নও-মুবাঈ শেখু সাহেব যিনি ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক গিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ের ওয়াদা করেছিলেন, তাকে চাঁদা আদায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, আমার কাছে বর্তমানে ঘরের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সর্বমোট ত্রিশ হাজার-ই আছে, কিন্তু আমি তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় উপস্থাপন করছি; এটিকে কবুল করুন। পরদিন উল্লিখিত ব্যক্তির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ফোন আসে যে, আল্লাহ্ আমার কুরবানী কবুল করেছেন। চাঁদা আদায়ের কেবল কয়েক ঘণ্টাই অতিবাহিত হয়েছিল, আমার ছেলে আমাকে তিন লাখ ফ্রাঙ্ক ঘরের খরচাদির জন্য পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, এ ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'লা আমার ঈমানে আরো দৃঢ়তা দান করেছেন। জামা'ত যে চাঁদা আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে তা আল্লাহ্‌র রাস্তাতেই ব্যয় হয়

আর আমি এখন থেকে এভাবে কুরবানী করতে থাকব। তার এ প্রশান্তিও লাভ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা যা দান করেছে তা এজন্য যে, এ অর্থব্যয়ের স্থানও সঠিক এবং অর্থ বিফলে যায় নি।

কাজাকিস্তান থেকে এক বন্ধু বাইগা মিরযোয়েফ সাহেব নিয়মিত চাঁদা আদায় করে থাকেন। তিনি বলেন, জুন মাসে আমাকে চাকুরিচ্যুত করা হয় এবং আমার যত বেতন ছিল তা মালিকপক্ষ আদায় করে দেয়। তিনি বলেন, এখন আমি পেনশনে রয়েছি। চাকুরিচ্যুত হওয়ার কয়েক মাস পর অসুস্থতার কারণে আমাকে মূল্যবান ঔষধ ও অন্যান্য জিনিসপত্র ক্রয় করতে হয়, কিন্তু অর্থসংস্থান না হওয়ার কারণে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকতাম। পরদিন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমার ক্রেডিট কার্ড চেক করার কথা মনে হলো। আমি জানতাম, আমার ক্রেডিট কার্ড খালি থাকবে, এতে কিছুই নেই, এতে পয়সা থাকতেই পারে না; তবুও চেক করতে মনস্থির করলাম। আমি যখন চেক করলাম তখন আমার বিস্ময়ের শেষ রইল না, কেননা কার্ডে ১ লক্ষ ৯০ হাজার স্থানীয় মুদ্রা বিদ্যমান ছিল। আমি আশ্চর্যান্বিত ছিলাম, আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকলাম। এই অর্থ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই সেই কোম্পানি যেখান থেকে আমি চাকুরিচ্যুত হয়েছিলাম আমার একাউন্টে ট্রান্সফার করে দেয়। তিনি বলেন, তিনি কোম্পানিতে ফোন দিয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে জানা যায়, কোম্পানির মালিক এ অর্থ তার বিশ্বস্ততা এবং সততার কারণে উপহারস্বরূপ প্রদান করেছে। তিনি বলেন, এসবই নিয়মিত তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়েরই ফলাফল।

মালয়েশিয়া থেকে এক বন্ধু ওয়াকরা সাহেব বলেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো, ২০১৬-১৭ সালের মাঝামাঝি আমি তাহরীকে জাদীদ খাতে এক হাজার রিংগিত ওয়াদা করেছিলাম। সেসময় আর্থিক অবস্থার কারণে আদায় করতে অক্ষম ছিলাম যা তখন সত্যিই কঠিন ছিল এবং আমার ব্যবসা সঙ্গিন হচ্ছিল। আমি চিন্তিত ছিলাম এবং ভরসা ছিল যে, ওয়াদাকৃত (চাঁদা) পুরোপুরি আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু আমি টাকা জমা করতে পারছিলাম না। আমি শুধু আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছিলাম যে, আমার নিয়্যত যদি খাঁটি হয়ে থাকে এবং জামা'ত যদি প্রকৃতই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করবেন। ওয়াদা আদায়ের শেষ দিনের আগের দিন কাকতালীয়ভাবে ব্যবসায় কিছু আয় হলো যার পরিমাণ ছিল ঠিক এক হাজার রিংগিত। আমি কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই সেক্রেটারি মালের বাসায় গেলাম এবং তার কাছে এক হাজার রিংগিত পরিশোধ করলাম। এ ঘটনার পর থেকে এ জামা'তের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছে যে, জামা'ত এবং ইসলামের উন্নতির জন্য আমাদের উদ্দেশ্যাবলি যদি সৎ হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই অকল্পনীয় পন্থায় স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করে দেন। সুতরাং এটি সেই একই বিশ্বাস যা পৃথিবীর সকল দেশে বসবাসকারী আহমদীদের রয়েছে; যদিও মধ্যখানে হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এভাবে ঈমান দৃঢ় করেন এবং জামা'তের সত্যতাও তাদের কাছে প্রকাশ করেন আর ঈমানকেও সুদৃঢ় করে দেন।

জার্মানির এক বন্ধু বলেন, আমার ফার্মের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় কাজের পরিসর কমে যায়, যার ফলে আমার আয় কমে যায়। যে–দিন তাহরীকে জাদীদের সেমিনার ছিল সেদিন ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলি শুনে আমি মনে মনে আল্লাহ্ তা'লার কাছে ওয়াদা করলাম, আমি আরো পাঁচশ ইউরো অতিরিক্ত আদায় করব। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, তিনি আমার কাছে দোয়ার জন্যও চিঠি লিখেন এবং নিজেও দোয়া করেন। আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করেছেন এবং তাহরীকে জাদীদের প্রথম ওয়াদা পূর্ণ করার পরও তিনি আরো ছয়শ ইউরো

আদায় করার সৌভাগ্য লাভ করেন। কিছুদিন পর আরেকটি ফার্ম থেকে ফোন আসে, আপনি যদি পূর্বের ফার্ম ছেড়ে আমাদের ফার্মে কাজ করেন তবে পূর্বের ফার্মের চেয়ে এক হাজার ইউরো বেতন বেশি পাবেন। আমি চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সেই নতুন ফার্মে কাজ করব। সেই ফার্মের মালিক বলল, যেহেতু আপনি আপনার পূর্বের ফার্ম ছেড়ে এসেছেন এজন্য আপনাকে আগামী তিন মাস নিয়মিত দুই হাজার ইউরো তিন কিস্তিতে বোনাসও দেওয়া হবে আর কাজ সম্পর্কে বলে, শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার ছুটি পাবেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাহরীকে জাদীদে অতিরিক্ত কুরবানীর কারণে কেবল আমার বেতনই বৃদ্ধি পায় নি, বরং জুমুআর নামাযে অংশগ্রহণেরও স্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে যায়।

আইভরিকোস্টের মুবাল্লেগ লিখেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ের কাজে পোলেসো নামক গ্রামে চাঁদার আহ্বান জানাই। একজন বয়োবৃদ্ধ যিনি হতদরিদ্র ছিলেন এবং তার আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী আমাদের ধারণা ছিল, যদি দুশ বা তিনশ ফ্রাঙ্কও দেন তবে সেটাই অনেক বেশি হবে। তিনি উঠে ঘরের ভিতরে গেলেন আর কেবল নিজের চাঁদা-ই আনেন নি বরং সাথে করে নিজের ছেলেকেও নিয়ে এসে বলেন, তুমিও চাঁদা আদায় করো। অতঃপর তিনি দুই হাজার ফ্রাঙ্ক আদায় করলেন যা তার সামর্থ্য অনুপাতে বিরাট অঙ্ক ছিল। তার ছেলেও পাঁচশ ফ্রাঙ্ক আদায় করে। এটি হচ্ছে সম্পদের ভালোবাসা উপেক্ষা করে আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের জন্য কুরবানী করার প্রেরণা।

আফ্রিকার আরেকটি দেশের নাম সেনেগাল। মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, মুহাম্মদ আনজায়ে সাহেব একজন দরিদ্র কিন্তু নিষ্ঠাবান আহমদী। তার স্ত্রী অসুস্থ ছিল। ডাক্তার যে–সব ঔষধ লিখে দিয়েছিল সেগুলোর মূল্য পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা ছিল যা তার কাছে ছিল না। তিনি তার কোনো বন্ধুর কাছে ঋণ নেওয়ার জন্য যান, তার কাছ থেকে ঋণ নেন। ইত্যবসরে নামাযের সময় হয়ে যায়। নামায আদায়ের জন্য মিশন হাউজে আসেন এবং নিজের অসুস্থ স্ত্রী সম্পর্কে মুয়াল্লেম সাহেবকে বলেন আর তখনো বিস্তারিত বলেন নি, কেবল বলা আরম্ভ করেছেন, তার পূর্বেই মুয়াল্লেম সাহেব নিজের কথা বলা আরম্ভ করেন এবং তাহরীকে জাদীদের আশারা সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী করুন, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করবেন। যাহোক, তিনি নিজের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে বলেন, আমি দু-চারদিন পর আদায় করব, এখন তো আমার একটু অসুবিধা আছে। এখনি স্ত্রীর ঔষধ ক্রয়ের জন্য ধার নিয়েছি, সেগুলো আগে কিনতে হবে। যাহোক, তিনি মিশন হাউজ থেকে চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পর আবার ফিরে এসে বলেন, মিশন হাউজ থেকে বের হতেই আমি অনুভব করি, আমাকে মুয়াল্লেম সাহেব আহ্বান জানিয়েছেন, আমি তো এই তাহরীকে কিছুই আদায় করলাম না! এতে আমার মন ভারী হয়ে গেল, তাই আপনি এই পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা তাহরীকে জাদীদ খাতে (রশিদ) কাটুন। আমি কেবল আবশ্যিক ঔষধগুলোই কিনব। এটি বলে তিনি রশিদ নিয়ে চলে যান। মিশন হাউজ থেকে বের হয়ে তখনো ফার্মেসিতে পৌঁছান নি, এরই মাঝে একটি ফোন আসে। (কল করে) এক ব্যক্তি বলেন, আমি একটি খাট বানাতে চাই। আমি ক্রেডিট ব্যাংকে অর্ডার করে মোবাইলে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা ট্রান্সফার করছি। আপনার স্ত্রী সুস্থ হওয়ার পর আমার খাট বানিয়ে দিবেন। অবশিষ্ট পাওনা পরে পরিশোধ করব। তিনি বলেন, এই ব্যক্তি ফার্মেসি যাওয়ার পরিবর্তে মিশন হাউজে পুনরায় ফিরে আসেন এবং মুয়াল্লেম সাহেবকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে বলেন, চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন আর আমার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অর্থ লাভ করেছি।

সেনেগাল থেকে মুয়াল্লেম সাহেব বর্ণনা করেন, একজন নিষ্ঠাবান বন্ধু ওয়াগান সাহেব তাহরীকে জাদীদ খাতে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফার ওয়াদা করেন। তাকে বলা হয়, তাহরীকে জাদীদের বছর সমাপ্ত হওয়ার পথে, আপনার চাঁদা এখনো বকেয়া আছে। তিনি বলেন, এখন তো আমার কাছে কোনো অর্থ নেই, কিন্তু আপনি চিন্তা করবেন না; সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই আমি আদায় করব, এতে আমার নিজ জামাকাপড় বিক্রি করে আদায় করতে হলেও তা করব। এই ছিল তার আবেগ। মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, কিছুদিন পর তিনি আমার ঘরে এসে বলেন, আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা গ্রহণ করুন। আর বলেন যে, তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন। তিনি আরো বলেন, আজই অবিশ্বাস্যভাবে আমার মেয়ে আমাকে টাকা পাঠিয়েছে, তাই সর্বপ্রথম আমি চাঁদা দিতে এসেছি। জামা'তে এ ধরনের নিষ্ঠাবান সদস্য আছেন। কোনো কিছুরই তারা পরোয়া করেন না।

নাইজারের আমীর সাহেব বলেন, একজন মুয়াল্লেম সাহেব যার স্ত্রী গৃহিণী, নিজের কোনো আয় নেই, মুয়াল্লেম সাহেবই তার তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা আদায় করতেন। তার স্ত্রী যখন জানতে পারেন তখন তিনি বলেন, এ বছর আমার চাঁদা আমি নিজে আদায় করব এবং আমার ওয়াদা আট হাজার সিফা লিখুন। তার মুয়াল্লেম স্বামী বলেন, কীভাবে আদায় করবে? তিনি বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমার কুরবানী আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করবেন। অতঃপর এমনই হলো যে, কিছুদিন অতিবাহিত হতেই তার প্রতিবেশী এক মহিলা তার কাছে এসে বলেন, আপনি সেলাইয়ের কাজ জানলে আমার কাপড়গুলো সেলাই করে দিন। আর সেই সাথে তিন হাজার সিফা অগ্রীম প্রদান করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেগুলো তাহরীকে জাদীদ খাতে আদায় করেন। এরপর তার কাছে এতো অধিক পরিমাণে কাজ আসে যে, তিনি খুব সহজেই নিজ চাঁদা পরিশোধ করেন।

তাহরীকে জাদীদের প্রাথমিক দিকে মহিলারা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-কে লিখেছিলেন, আজকে আপনি বলেছেন, পাঁচ টাকা বা দশ টাকা দাও। এত পরিমাণ অর্থ আমরা একসাথে দিতে পারব না। আমরা এক-দুই টাকা করে আদায় করতে সক্ষম। আমাদেরকে মাসিক হারে তা আদায় করার অনুমতি প্রদানের আবেদন করছি। এই আবেগ যা তখন দেখানো হয়েছিল তা আজও বিদ্যমান আছে, বরং সেই লোকদের মাঝে আছে যারা হাজার হাজার মাইল দূরে বসে আছেন। যুগ-খলীফার আওয়াজ সরাসরি তো শুনে থাকেন কিন্তু তারা বুঝেন না, অধিকাংশ ভাষাও জানেন না, কিন্তু নিষ্ঠায় তারা অগ্রসর।

সেনেগালের মুয়াল্লেম সাহেব লিখেছেন, একটি জামা'তের নাম তাম্বাকুন্ডা, (এই জামা'তের সদস্য) সাঈদী সাহেবের গরু ও ভেড়ার একটি পাল রয়েছে। মোয়াল্লেম সাহেবের কাছে তিনি ফোন করে জিজ্ঞেস করেন, তাহরীকে জাদীদ কী? তিনি আহমদীদের কাছে শুনেছিলেন, আহমদী সদস্যদের তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়া উচিত। মোয়াল্লেম সাহেব তাকে তাহরীকে জাদীদের বিষয়ে বিস্তারিত অবগত করেন এবং এ-ও বলেন যে, আজকাল তাহরীকে জাদীদের আশারা চলছে। উল্লিখিত ব্যক্তি বলেন, তার পিতা অনেক সম্পদশালী মানুষ ছিলেন; কিন্তু তিনি যাকাত এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করতেন অথচ মৌলভীদের খুব সেবাযত্ন করতেন। তার পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি অনেক গবাদি পশুপালের মালিক হন, কিন্তু তারও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয় নি। মোয়াল্লেম সাহেব তাকে যখন যাকাত এবং অন্যান্য চাঁদার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন তখন তিনি একটি গরু এবং দুটি ভেড়া চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন এবং বলেন, একটি ভেড়া বিশেষভাবে তাহরীকে জাদীদের জন্য দেয়া হলো। এর সাত দিন

পর তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, গবাদি পশুপালের মাঝে এক বিশেষ ধরনের মহামারী ছড়িয়ে পড়ছে যার ফলে পশুর শরীর থেকে পানি প্রবাহিত হয় এবং পশু মারা যায়। তিনি যেহেতু নিজেও একটি বড় পশুপালের মালিক তাই তিনি স্বপ্নের মাঝে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং স্বপ্নেই ভাবেন, তারও তো পশুপাল আছে। তাই স্বপ্নেই তিনি দোয়া করে বলেন, হে খোদা! আমার পশুপালের হেফাজত করো। তখন স্বপ্নেই উচ্চস্বরে তিনি শুনতে পান, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়ার ফলে তোমার পশুপাল নিরাপদ থাকবে। স্বপ্নের মাঝেই তিনি একটি কাগজ দেখেন যার প্রথম লাইনে লেখা ছিল, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এবং তার নামও সেখানে লেখা ছিল। এরপর তার ঘুম ভেঙে যায়। তৎক্ষণাৎ মোয়াল্লেম সাহেবকে ফোন করেন এবং স্বপ্নের বিস্তারিত উল্লেখ করেন। মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, আপনাকে যে রশিদ দেয়া হয়েছে এর সবচেয়ে ওপরের লাইন পড়ে দেখেন, সেখানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-ই লেখা রয়েছে এবং এর নিচে আপনার নামও লেখা আছে। এছাড়া তো আর কিছু পড়তে পারতেন না; আর এর নিচে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন, আমি যখন রশিদও দেখলাম তখন স্বপ্নের এই ঘটনা আমার ঈমানে প্রবৃদ্ধির কারণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লাও অদ্ভূত সব পদ্ধতিতে পথ দেখান!

তানজানিয়ার শিয়াংগা প্রদেশের ঘটনা। সেখানকার মোয়াল্লেম সাহেব লেখেন, একটি জামা'তের একজন নও-মোবাঈ আহমদী বুযূর্গ রমযান সাহেব তাহরীকে জাদীদ খাতে বড় অঙ্কের চাঁদা প্রদানের ওয়াদা করেন। জমিজমা চাষাবাদ করে তিনি দিনাতিপাত করতেন আর অনাবৃষ্টির ফলে অনেক কৃষকের ফসল ভালো হয় নি। রমযান সাহেব বলেন, তিনি সবসময় এই দুশ্চিন্তায় থাকতেন যে, তিনি তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা কীভাবে পূরণ করবেন। তিনি বলেন, আমি এই দুশ্চিন্তার মাঝে দিন কাটাচ্ছিলাম, হঠাৎ একদিন আমার এক আত্মীয় ফোন করেন যিনি দীর্ঘদিন আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করছিলেন না। তিনি ফোন করে বলেন, আমি আপনাকে কিছু টাকা পাঠাচ্ছি, তা দিয়ে আপনি নিজ পরিবারের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করে নিয়েন। সেই বুযূর্গ যখন টাকা হাতে পেলেন তখন সোজা সেক্রেটারি মাল সাহেবের কাছে গেলেন এবং নিজ ওয়াদা অনুযায়ী চাঁদা দিয়ে দিলেন, এমনকি কিছুটা অতিরিক্তও দিলেন। তার ভাষ্যমতে, আমার আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন যেন আমি আমার ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে পারি।

অতএব এই ছিল নবাগত আহমদীদের কুরবানীর মান। একদিকে বিরোধীরা জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে আর অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে নও-মোবাঈনদের হৃদয়ে জামা'তের জন্য কুরবানীর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করছেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃতও করছেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্জ্বলনকৃত বাতি বিরোধীদের ফুৎকারে কীভাবে নির্বাপিত হতে পারে! যতই চেষ্টা করুক না কেন বিরোধীদের কপালে অসফলতা ও ব্যর্থতাই লেখা আছে আর জামা'ত পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে কুরবানীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে উন্নতি করে চলেছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের সূচনা এ কারণেই করেছিলেন কেননা তখন জামা'তের বিরুদ্ধে চতুর্দিক থেকে বিদ্রোহ করা হচ্ছিল, এমনকি সরকারি কর্মকর্তারাও বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছিল। তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যই ছিল তবলীগের মাধ্যমে যেন জামা'ত বৃদ্ধি করা হয় আর পৃথিবীর সকল দেশে আহমদীয়াতের মাধ্যমে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা হয়। সুতরাং এরা আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামের ছায়াতলে এসেছে যারা ঈমান, বিশ্বাস এবং কুরবানীর উন্নত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ঘটনা তো অসংখ্য রয়েছে কিন্তু এখন সবগুলো বর্ণনা

করা সম্ভব নয়। তাহরীকে জাদীদের বরাতে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করছি, পাশাপাশি এর ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করছি।

যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, জামা'তের বিরুদ্ধে সবদিক থেকে নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিচ্ছিল। বিশেষ করে আহরার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল আর তাদের এই স্লোগান ছিল, আহমদীয়াতকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে; কাদিয়ানের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেবে। আর কাদিয়ানের প্রত্যেকটি ইট খুলে নেয়ার পরিকল্পনাও হচ্ছিল। এমনকি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কবর এবং পবিত্র স্থানসমূহের অবমাননা করারও পরিকল্পনা ছিল। আর সে সময় ইংরেজ সরকার থাকা সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি সরকারের সুদৃষ্টিও প্রত্যক্ষ হচ্ছিল। সে সময়ে বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার পরিবর্তে তাদের সমর্থন করা হতো। যাহোক, সেই পরিস্থিতিতে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) জামা'তের সদস্যদেরকে একটি কর্মপরিকল্পনা দিয়ে তাহরীক করেন যেখানে আর্থিক কুরবানীর বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এটি ১৯৩৪ সালের ঘটনা। নভেম্বর মাসে তিনি কিছু খুতবা প্রদান করেন যাতে কিছু ভূমিকা এবং পটভূমি বর্ণনা করেন যে, কেন আমি এই তাহরীক করতে চাই। তখন তিনি (রা.) (বিষয়টি) শুধুমাত্র উল্লেখ করেছিলেন আর তখনও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন নি, তদুপরি নিষ্ঠাবান সদস্যবৃন্দ সব ধরনের কুরবানী করার জন্য তাঁকে লেখা আরম্ভ করল যাতে তিনি সন্তুষ্টির প্রকাশও করেন এবং বলেন, আমি এর বিস্তারিত বিবরণ এ কারণে উল্লেখ করছি যেন জামা'তের সদস্যবৃন্দ কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত থাকে। কেননা অনেক সময় অনেক দীর্ঘ কুরবানী করতে হয়, আর যেন মহিলা এবং শিশুরাও এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এটি শুধুমাত্র পুরুষদেরই কাজ নয় বরং মহিলাদেরও নিজেদের দায়িত্বাবলি উপলব্ধি করা উচিত। যদিও প্রত্যেক আহমদীর জন্য সে সময় এটি আবশ্যক ছিল না, কিন্তু নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার অনুপম দৃষ্টান্ত জামা'তের সদস্যরা দেখিয়েছেন। যাহোক, ১৯৩৪ সালে তিনি একটি তহবিলের ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, আমাদেরকে শত্রুদের ষড়যন্ত্রের সমুচিত উত্তর দিতে হবে। তাদের মতো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নয় বরং তবলীগ করার মাধ্যমে, কেননা শত্রুরা এ সুযোগ একারণেই পেয়েছে যে, আমরা পরিপূর্ণভাবে তবলীগের দায়িত্ব পালন করি নি। যে গুরুত্বের সাথে এবং চিন্তা-ভাবনা করে আমাদের পরিকল্পনা করা উচিত তা আমরা করি নি। আহমদীয়াতের বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য যে চেষ্টা করা উচিত তা আমরা করি নি। সেটির দায়িত্ব যেভাবে পালন করা উচিত সেভাবে পালন করা হয় নি। তিনি (রা.) সে সময় জামা'তের সামনে একটি কর্মপদ্ধতি রাখেন যাতে তিনি নিজেদের সংশোধন এবং কুরবানীর মানকে উন্নত করার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং সেখানে কুরবানীর তাহরীকও করেছেন যা সাতাশ হাজার রুপির সমপরিমাণ ছিল, যা তিন বছরের মধ্যে আদায় করতে হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ জামা'তকে যুগ-খলীফার আহবানে 'লাব্বায়েক' বলার মাধ্যমে এক লাখ রুপি এক বছরের মধ্যেই আদায় করার তৌফিক প্রদান করেছেন। সে সময় জামা'তের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করলে এটি অনেক বড় কুরবানী ছিল। সে সময় স্বল্প পরিমাণে কুরবানী হতো। সে সময় নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের অভুক্ত রেখে কুরবানী করার যে দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা সেটিকে এমন ভাবে গ্রহণ করেছেন যে, পৃথিবীতে তবলীগ করার অলৌকিক কিছু পথ খুলে যায়। শুধুমাত্র তা-ই নয় বরং সেই কুরবানীসমূহ কেবল তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না; আজও এরকম দৃষ্টান্ত আমরা প্রায়শ দেখতে পাই যেমনটি আমি এসব ঘটনাবলিতে বর্ণনা করেছি। যা-ই হোক, যেভাবে তারা আর্থিক কুরবানী করেছেন

তদ্রুপ ধর্মের খাতিরে তারা নিজেদের জীবনও উৎসর্গ করেছেন। দূরদূরান্তের বিভিন্ন দেশে তবলীগ করার জন্য গিয়েছেন এবং কতককে বন্দি অবস্থায় বিভিন্ন কষ্ট ও নিপীড়নও সহ্য করতে হয়েছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) প্রারম্ভে এই তাহরীককে দশ বছরের জন্য বৃদ্ধি করেছিলেন। তিন বছর থেকে দশ বছরে বৃদ্ধি করেছিলেন। এরপর দশ বছর পূর্ণ হবার পর এর উত্তম ফলাফল প্রকাশিত হলে এবং এর চাইতেও অধিক ত্যাগ স্বীকারকারীদের ইচ্ছানুযায়ী এটির সময়কালকে আরও বৃদ্ধি করে দেন এবং এরপর এটি একটি স্থায়ী তাহরীকে রূপ নেয়। বর্তমানে আমরা আল্লাহ্ তা'লার যে সাহায্য ও সহযোগিতার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি সেটি প্রাথমিক সময়ের এই সকল লোকেদের কুরবানীরই ফলাফল যা আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেছেন। বরং এখনও নতুন অংশগ্রহণকারীদের মাঝে মাঝে স্বপ্নের মাধ্যমে এই তাহরীকে এবং আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়, যেমনটি আমি পূর্বে উল্লিখিত ঘটনাবলিতে বর্ণনা করেছি। প্রাথমিক যুগে কুরবানীকারীদের বংশধরদের নিজেদের পূর্বপুরুষদের কুরবানীসমূহ স্মরণ করে যেখানে নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে কুরবানীর ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করতে হবে, সেখানে নিজেদের প্রতি যে অনুগ্রহ হয়েছে তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিজেদেরও বেশি বেশি কুরবানী করা উচিত। যাহোক, এই তাহরীক অনুযায়ী যারা প্রাথমিক অংশগ্রহণকারী ছিলেন তাদের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছিল আর এরা তাহরীকে জাদীদের দফতরে আউয়াল (প্রথম রেজিস্টার)-এর মুজাহিদ ছিলেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আর-রাবে (রাহে.)-এর পক্ষ থেকে বিশেষ তাহরীক করা হয় যে, তাদের কুরবানীসমূহকে জাগরুক রাখার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে চাঁদা আদায় করতে থাকা উচিত। আর এরপর আমিও যখন পঞ্চম রেজিস্টার আরম্ভ করলাম তখন এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছি আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাদের সকলের চাঁদার খাত সচল আছে। দফতরে আউয়ালের মুজাহিদগণের যখন দশ বছর পূর্ণ হয় তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সানী (রা.) দ্বিতীয় রেজিস্টারের ঘোষণা প্রদান করেন আর এতে পরবর্তীতে আগমনকারীগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর সময়কাল তিনি (রা.) উনিশ বছর নির্ধারণ করেছিলেন আর বলেছিলেন, এরপর থেকে এই রেজিস্টার উনিশ বছর অন্তর অন্তর প্রতিষ্ঠা হতে থাকবে, অর্থাৎ প্রতি উনিশ বছর পর। একটি রেজিস্টারের ব্যাপ্তি উনিশ বছরের হবে, আর এরপর পরবর্তী রেজিস্টার আরম্ভ হয়ে যাবে। কাজেই এই নিয়ম অনুযায়ী দফতরে সওম (তৃতীয় রেজিস্টার) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সালেস (রাহে.) আরম্ভ করেন। কিন্তু যেহেতু নিয়ম অনুযায়ী উনিশ বছর পর ১৯৬৪ সালে এই রেজিস্টার আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সানী (রা.) তার অসুস্থতার দরুন এর ঘোষণা দিতে পারেন নি, এজন্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সালেস (রাহে.) বলেন, এই রেজিস্টারের ঘোষণা বাহ্যত আমি দিলেও প্রকৃতপক্ষে এটি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর প্রতি আরোপিত হবে আর আল্লাহ্ আমাকেও এর পুণ্য প্রদান করবেন। এর ঘোষণা ১৯৬৬ সনে হয়েছিল তবে তিনি (রাহে.) বলেন, এর সময়কাল ১৯৬৫ সনের নভেম্বর থেকে গণনা করা হবে। এরপর ১৯৮৫ সনে চতুর্থ রেজিস্টার আরম্ভ করেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আর-রাবে (রাহে.)। এরপর এই রেজিস্টার উনিশ বছর অতিক্রান্ত করার পর ২০০৪ সনে যখন এর সময়কালের ইতি ঘটে, তখন আমি পঞ্চম রেজিস্টার আরম্ভ করি আর আজ পুনরায় উনিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমি ষষ্ঠ রেজিস্টারের ঘোষণা প্রদান করছি। এখন নতুন অংশগ্রহণকারী নও-মুবাঈন আর নতুন জন্মগ্রহণকারী শিশুরাও যারা পূর্বের কোনো রেজিস্টারে

নেই– ষষ্ঠ রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত হবে। কাজেই জামা'তের ব্যবস্থাপনা তদনুযায়ী নিজেদের জামা'তসমূহে এই ধারা অনুযায়ী আমল করুন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যখন নতুন রেজিস্টারের ঘোষণা দিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, এরপর অর্থাৎ দ্বিতীয় রেজিস্টারের পর তাহরীকে জাদীদের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম রেজিস্টারও আসবে আর আমরা ধর্মের জন্য কুরবানী অব্যাহত রাখব। যেই দিন আমরা ধর্মের জন্য সংগ্রাম করা পরিত্যাগ করব আর যেই দিন আমাদের মাঝে সেই লোকদের আবির্ভাব ঘটবে যারা বলে বসবে, প্রথম রেজিস্টার, দ্বিতীয় রেজিস্টার, তৃতীয় রেজিস্টার, চতুর্থ রেজিস্টার, পঞ্চম রেজিস্টার, ষষ্ঠ রেজিস্টার ও সপ্তম রেজিস্টারও অতিবাহিত হয়ে গেল, আমরা আর কতকাল এধরনের কুরবানী অব্যাহত রাখব? কোথাও না কোথাও এর ইতি টানা দরকার। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এমন কথা যখন লোকেরা বলতে আরম্ভ করবে, এর মাধ্যমে তারা এই বিষয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করবে যে, এখন আমাদের আধ্যাত্মিকতা শুষ্ক হয়ে গিয়েছে আর আমাদের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমরা আশাবাদী, তাহরীকে জাদীদের এই সময়কাল অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলবে আর ঠিক যেভাবে আকাশের তারা গুণে শেষ করা যায় না তেমনিভাবে তাহরীকে জাদীদের সময়কালও গুণে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বলেছিলেন যে, তোমার বংশধর গণনা করা সম্ভব হবে না এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরেরা ধর্মের অনেক কাজ করেছে, একই অবস্থা তাহরীকে জাদীদের। তাহরীকে জাদীদের যুগও যেহেতু মানুষের নয় বরং ধর্মের জন্য কুরবানীর উপকরণের সমষ্টির, এজন্য এর যুগও যদি গণনা করে শেষ করা না যায় তাহলে এটি ইসলাম এবং আহমদীয়াতের দৃঢ়তার মহান ভিত্তি হবে।

সুতরাং এই চেতনার সাথে প্রত্যেক আহমদীর নিজেদের কুরবানীর মানদণ্ডকে সামনে রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা এই কুরবানীকারীদের কীভাবে পুরস্কৃত করেন এর কিছু ঘটনাবলি আমি বর্ণনা করেছি। এটি আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য যে, এটি একটি ঐশী তাহরীক। একইভাবে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষিতে একে ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করে এক স্থলে এটিও বলেছিলেন যা আমি নিজ ভাষায় বর্ণনা করছি: তাহরীকে জাদীদের ব্যবস্থাপনা এটি ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনার অগ্রদূত, অর্থাৎ এর মাধ্যমে ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনাও দৃঢ় হবে। এটি আর্থিক কুরবানীর অভ্যাস গড়ে তোলার ভিত্তি হবে। এটি অগ্রদূত অর্থাৎ সামনে সামনে চলে। সংবাদ প্রেরণকারী একটি দল যে থাকে সেটির মতো; লোকদেরকে বার্তা দিতে থাকবে যে, একটি মহান ব্যবস্থাপনা এর পরে আসতে যাচ্ছে যা ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা আখ্যায়িত হবে। যেভাবে ২০০৫ সালে ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তাহরীক করতে গিয়ে আমি এই দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছিলাম, ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনার সাথে খেলাফত ব্যবস্থাপনারও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এখন ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনার সাথেই কুরবানীর মানও বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রথমে কুরবানীর অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যই তাহরীকে জাদীদের ব্যবস্থাপনা। এদিকেও মনোযোগ দিতে হবে। সুতরাং এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের উচ্চবিত্ত শ্রেণীকেও এদিকে মনোযোগ দেওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে কিছু ভালো উপার্জনকারীও অনেক মনোযোগ দেন, কিন্তু এখনো এতে অনেক লোকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে যারা নিজেদের উপায়-উপকরণ অনুযায়ী চাঁদা দিতে পারে। যেভাবে আমি বলেছি, দরিদ্ররা কুরবানীতে অনেক এগিয়ে গেছে, কিন্তু ধনীদেরও এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

এখন আমি গত বছরের পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। তাহরীকে জাদীদের কী ফলাফল সেটা আমি প্রথমে বলে দেই যেন আমাদের সামনে চিত্রটি ফুটে ওঠে যে সূচনাতে কী ছিল। আমরা তো কাদিয়ানের বাইরে ছিলাম না অথবা ভারতে সীমিত আকারে ছড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু এখন পৃথিবীর ২২০টি দেশে মোট মসজিদের সংখ্যা নয় হাজার তিনশ'র অধিক। মিশন হাউজের সংখ্যা তিন হাজার চারশ'র অধিক। আরো ডজন ডজন মসজিদ এখনো নির্মাণাধীন রয়েছে, মিশন হাউজও নির্মাণাধীন রয়েছে। বিশ্বজুড়ে মুবাল্লেগ ও মোয়াল্লেমদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার, এটিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে পবিত্র কুরআনের অনুবাদও হচ্ছে। সাতাত্তরটি (৭৭) ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে। বিভিন্ন ভাষায় বই-পুস্তক ছাপছে, অনুবাদ হচ্ছে। আরো অসংখ্য কাজ তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে হচ্ছে যা এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে। যদিও এতে অন্যান্য চাঁদাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কিন্তু তাহরীকে জাদীদের এতে অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এখন আমি নতুন বছরের ঘোষণা দিচ্ছি। তাহরীকে জাদীদের উননব্বইতম বর্ষ ৩১ অক্টোবর সমাপ্ত হয়েছে, এখন নব্বইতম বর্ষে পদার্পণ করছে। এই বছর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ১ কোটি ৭২ লক্ষ পাউন্ড কুরবানী উপস্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্, যা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা সত্ত্বেও গত বছরের তুলনায় সাত লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পাউন্ড বেশি। জার্মানি জামা'ত এই বছরও বিশ্বজুড়ে সব জামা'তের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে ও নিজেদের এই সম্মান অক্ষুণ্ন রেখেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে পাকিস্তানসহ পুরো বিশ্বের মুদ্রাহার প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু সর্বোপরি স্থানীয়ভাবে সবাই নিজেদের কুরবানীর মান বৃদ্ধি করেছে। পাকিস্তান বাদে জার্মানি প্রথম স্থানে, কেননা যেভাবে আমি বলেছি তারা সবার মাঝেই প্রথম স্থান অর্জন করেছে, সবার ওপরে রয়েছে। জার্মানি প্রথম, এরপর যুক্তরাজ্য, এরপর কানাডা; তারা এবছর তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে, যুক্তরাষ্ট্র চতুর্থ স্থানে চলে গেছে। পঞ্চম স্থানে মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, ষষ্ঠ স্থানে ভারত, সপ্তম স্থানে অস্ট্রেলিয়া, অষ্টম স্থানে ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে আবার মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, আর দশম স্থানে ঘানা। এখানেও অনেক মুদ্রার মান হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘানা এবছরও তাদের দশম স্থান ধরে রেখেছে।

ছোট জামা'তগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য জামা'ত হলো– আয়ারল্যান্ড, মরিশাস, হল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, নিউজিল্যান্ড, কাজাকিস্তান, জর্জিয়া ইত্যাদি।

আফ্রিকান দেশগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে– ঘানা, মরিশাস, নাইজেরিয়া, বুরকিনা ফাসো, তানজানিয়া, গাম্বিয়া, উগান্ডা, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন, বেনিন।

অংশগ্রহণকারীদের মোট সংখ্যা ষোলো লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজারের অধিক। এর মাঝে বেশি কাজ করেছে এমন দেশগুলো হলো– গিনি কোনাক্রি, জ্যামাইকা, কিরগিজস্তান, জাম্বিয়া, নেপাল, ঘানা, কেনিয়া, তানজানিয়া, কঙ্গো কিনসাশা, কঙ্গো ব্রাজভিল, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, আইভোরি কোস্ট এবং মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ।

জার্মানির প্রথম দশটি জামা'ত হলো- রুইডারমার্ক, রোডগাও, কিল, ওসনাব্রুক, পিনিবার্গ, নুইস, নিডা, কোলোন, মেহেদীয়াবাদ, ফ্লোরেসহাইম।

এমারত জামা'তগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে আছে হামবুর্গ, এরপর যথাক্রমে ফ্রাঙ্কফুর্ট, গ্রোস-গিরাউ, উইযবাদেন, ডিস্‌টেনসবাখ, রিডস্টাড, উইযেলহাইম, মরফিলডেন, ওয়ালডোর্ফ, ডার্মস্টাড, মানহাইম।

যুক্তরাজ্যের প্রথম পাঁচটি রিজিওনের মাঝে বাইতুল ফুতুহ প্রথম স্থানে, এরপর যথাক্রমে ইসলামাবাদ, মিডল্যান্ডস, মসজিদ ফযল এবং বাইতুল এহসান।

যুক্তরাজ্যের বড় জামা'তগুলোর মাঝে ফার্নহাম প্রথম, এরপর যথাক্রমে উস্টার পার্ক, সাউথচিম, ইসলামাবাদ, ওয়ালসল, এশ, জিলিংহাম, অল্ডারশট সাউথ, ইউল, ব্র্যাডফ্রোর্ড নর্থ।

ছোট জামা'তগুলোর মাঝে- স্পেন ভ্যালী, সোয়ানজি, নর্দাম্পটন, নর্থ ওয়েলস, নিউ পোর্ট।

কানাডার এমরাত জামা'তগুলোর মাঝে প্রথম ভন, এরপর যথাক্রমে ক্যালগেরি, পিস ভিলেজ, ভ্যাংকুভার, মিসিসাগা, টরন্টো। কানাডার ছোট জামা'তগুলো হলো হ্যামিল্টন অল্টন, ওটাওয়া ইস্ট, ব্র্যাডফোর্ড ইস্ট, হ্যামিল্টন ওয়েস্ট, মন্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, উইনিপেগ, রেজাইনা, লাইডমিনিস্টার, এবোটসফোর্ড।

আমেরিকার জামা'তসমূহ হলো প্রথম স্থানে মেরিল্যান্ড, এরপর যথাক্রমে নর্থ ভার্জিনিয়া, লস এঞ্জেলেস, সিয়াটল, শিকাগো, সিলিকন ভ্যালি, ডেট্রয়েট, হিউসটন, অশকোশ, নর্থ জার্সি, সাউথ ভার্জিনিয়া, সেন্ট্রাল জার্সি, ডালাস।

পাকিস্তানে সাধারণভাবে প্রথম লাহোর, দ্বিতীয় রাবওয়া, তৃতীয় করাচি। জেলাগুলোর মাঝে প্রথম ফয়সালাবাদ, এরপর যথাক্রমে গুজরানওয়ালা, গুজরাত, উমরকোট, হায়দ্রাবাদ, মিরপুর খাস, লুধরাঁ, ভাওয়ালপুর, কোটলি, আযাদ কাশ্মির, জেহলাম।

আদায়ের দিক থেকে পাকিস্তানের শহরের জামা'তগুলোর মাঝে এমারাত টাউনশিপ লাহোর, এমারত আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোর, এমারত দারুয যিকর লাহোর, এমারত আযিযাবাদ করাচি, এমারত মোগলপুরা লাহোর, মুলতান, এমারত বায়তুল ফযল ফয়সালাবাদ, গুজরানওয়ালা, কোয়েটা, পেশাওয়ার।

ছোট জামা'তগুলোর মাঝে খোখর গারবি, চোন্ডা, কোট শরীফ আবাদ, বশীর আবাদ সিন্ধ, খারিয়া, হায়াত আবাদ, পিন্ডি ভাগো, দারুল ফযল কুনরি, নওয়াজাবাদ ফার্ম, খায়েরপুর।

ভারতের দশটি প্রদেশের মাঝে এক নম্বরে কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, জম্মু ও কাশ্মির, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, বাঙ্গাল, দিল্লি, মহারাষ্ট্র। কুরবানীর দিক থেকে দশটি জামা'ত কোয়েম্বেটুর, তামিলনাড়ু, কাদিয়ান, হায়াদ্রাবাদ, কালিকট, মুঙ্গেরী, মেলাপালায়াম, ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা, কেরোলাই, কেরাং।

অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো মেলবোর্ন লং ওয়ারেন, মেলবোর্ন বেরউইক, মার্সডেন পার্ক, পেনরিথ, পার্থ, এডিলেইড ওয়েস্ট, ক্যাসল হিল, ব্রিসবেন লোগান ইস্ট, প্যারামাটা, মেলবোর্ন ক্লাইড; এগুলো তাদের দশটি জামা'ত।

আল্লাহ্ তা'লা এসব কুরবানীকারীদের ধন-সম্পদ ও সংখ্যায় সমৃদ্ধি দান করুন এবং তারা পূর্বের চেয়ে অধিক কুরবানীকারী হোক।

ফিলিস্তিনিদেরকে দোয়াতে সর্বদা স্মরণ রাখুন, তাদেরকে ভুলে যাবেন না। নারী ও শিশুরা যে অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে আল্লাহ্ তাদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)